শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের ‘শান্তি’ শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, সোমবার, ৫ চৈত্র ১৪২৪, ১৯ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও শিল্পী-কলাকুশলীবর্গ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।

স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের ‘শান্তি’ শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ইতঃপূর্বে শিল্পী শাহাবুদ্দিনের অনেক চিত্রকর্ম দেখার এবং কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। আজকে তাঁর চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

মার্চ মাস আমাদের বহু ইতিহাসের সাক্ষী। এই মার্চ মাসের ১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই মার্চের ৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’’

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ এবং নির্যাতিত মা-বোনদের। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সালাম।

সুধিবৃন্দ,

আমরা স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি। এটা আমাদের জন্য এক বিশাল সম্মান ও গৌরবের।

এতদিন অনেকেই আমাদের গরীব বলে উপহাস করেছে। কিন্তু আজকে আমরা তাদের সমান কাতারে উঠে এসেছি। এ অর্জন এ দেশের সাধারণ জনগণের; এ দেশের কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের। আমরা তাঁদের পথ-দেখিয়েছি মাত্র। সাধারণ মানুষই অসাধ্য সাধন করেছেন। আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই।

শুধু লক্ষ্মীর সাধনাই মানুষের জীবনে সবকিছু নয়। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে লালন করে শাণিত করতে না পারলে মানুষের ভিতর মনুষত্ব জাগ্রত হয় না। এজন্য শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলার এত গুরুত্ব।

বাঙালি জাতি সৌভাগ্যবান। এ দেশের পলিমাটি শিল্পী, সাহিত্যিক সৃষ্টির উর্বর চারণভূমি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পীচার্য জয়নুল আবেদীন, পটুয়া কামরুল হাসান থেকে শুরু করে আজকের শাহাবুদ্দিনসহ সবাই বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, গৌরাবান্বিত করেছেন। তাঁরা তাঁদের সুনিপুণ শিল্পকর্মের মাধ্যমে নিজেদের যেমন অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশকেও করেছেন মহিমান্বিত।

শিল্পী শাহাবুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থান করছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় থেকে বাংলাদেশ মুছে যায়নি। শিল্পী শাহাবুদ্দিন অন্তরে বাংলাদেশকে ধারণ করেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁর কর্মে নানাভাবে দেশকে উপস্থাপন করে থাকেন। তাঁর আঁকা ‘বঙ্গবন্ধু’ চিত্রকর্মটি আমাদের সকলের হৃদয় দখল করে আছে।

শাহাবুদ্দিন আহমেদের এবারের চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর নাম ‘শান্তি’। আমরা শান্তির পক্ষে। সেটা হতে পারে পরিবার-কেন্দ্রিক, সমাজ-কেন্দ্রিক কিংবা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে।

জাতির পিতা বিশ্বশান্তির পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টম্বর তাঁর একমাত্র ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: ‘‘বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। এই নীতির

মূলকথা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের সঙ্গে মৈত্রী।'' তিনি আরও বলেন: ''মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারাবিশ্বের সকল নরনারীর গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে। ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনও স্থায়ী হতে পারে না।''

আমি নিজেও জাতিসংঘে 'শান্তির মডেল' উপস্থাপন করি এবং জাতিসংঘ তা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু নানা কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজ শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। শিশু-নারী কেউ-ই রেহাই পাচ্ছে না।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গা অধিবাসী আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। মানবিক কারণে আমরা তাদের আশ্রয় না দিয়ে পারিনি। আমরা চাই মিয়ানমার দ্রুত তার নাগরিকদের দেশে ফিরে নিয়ে যাক। আমরা নানা উস্কানি সত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান চাচ্ছি। কারণ, বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাস করে।

ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন এবং মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা বিরোধ মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পক্ষে আমাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে।

সুধিবৃন্দ,

আজ যেখানে তাকাই প্রায় সবখানেই বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া দেখতে পাই। শিল্পকলা একাডেমির যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি এটিও তিনি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৭৪ সালে প্রথম আয়োজিত হয়েছিল জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন।

এই শিল্পকলা একাডেমিকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরবেন। সেই কর্মযজ্ঞের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অবিরাম কাজ করে চলছে।

আমরা শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম এখন জেলা ছাড়িয়ে উপজেলা পর্যন্ত নিয়ে গেছি। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, চারুশিল্পী ও নাট্যশিল্পীদের শিল্পকর্ম বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতেও ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র, জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় নাট্যশালার সুন্দর স্থাপনাগুলো দেখে আমার আজ খুব ভালো লাগছে। এগুলোর মূল ডিজাইন আমি অনুমোদন করেছিলাম।

শিল্পীদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে, আপনারা আপনাদের শৈল্পিক কর্মের পরিসর আরও বৃদ্ধি করুন। শিল্প ও শিল্পীদের কল্যাণে আমি এবং আমাদের সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমি শিল্পী শাহাবুদ্দিনের দীর্ঘ কর্মময় জীবন এবং তাঁর সার্বিক সফলতা কামনা করছি। একইসঙ্গে আমি 'শান্তি' নামের তাঁর এই চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...